কালের কণ্ঠ

তারিখ 26 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বগুড়ায় এমপির রাজসিক সংবর্ধনা

সব ঠিক আছে, শুধু বিদ্যালয় ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া ▶

সকাল ১১টায় নারুলী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বগুড়া-৬ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম ওমরের 'সংবর্ধনা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ছাত্রছাত্রীদের গত বৃহস্পতিবারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুল ছিটিয়ে সংসদ সদস্যকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা। কিন্তু গতকাল শনিবার সকালে হঠাৎ করেই পাল্টে যায় সিদ্ধান্ত। অনুষ্ঠানস্থলে দুই হাজার ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকলেও হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া অন্যদের সড়কে নেওয়া হয়নি। পত্রিকার নেতিবাচক সংবাদ থেকে বাঁচতেই এ তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক আলতাফ হোসেন।

কিন্তু তিনটি বিদ্যালয় ছুটি দিয়ে শিক্ষকরা যোগ দিয়েছেন সংসদ সদস্যের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। আওয়ামী লীগের ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬ ছবি ▶ পৃষ্ঠা : ৪

সব ঠিক আছে শুধু বিদ্যালয়

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ছাড় দেওয়া আসনে জাতীয় পার্টি থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় গতকালই প্রথম বগুড়ায় আসেন নুরুল ইসলাম ওমর। নির্বাচনের আগে থেকেই ঢাকায় ছিলেন তিনি। তাঁর এ আগমন উপলক্ষে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা ৩০০ মোটরসাইকেল নিয়ে শোভাযাত্রা করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানায়।

নুরুল ইসলাম ওমর বগুড়া জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক। তিনি সদর উপজেলার সাবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) তিনবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তবে গতবারের নির্বাচনে হেরে যান।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজক স্থানীয় এলাকাবাসী বলে প্রচার করা হলেও জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা ছাড়া এলাকাবাসীর কাউকে তেমনভাবে দেখা যায়নি।

জানতে চাইলে সাবগ্রাম এলাকার বাসিন্দা নুর আলম ফরাজি বলেন, 'আমরা ভোট দিলাম না। অথচ তিনি (নুরুল ইসলাম ওমর) এমপি হয়ে গেলেন। নিজের মতামত জানানোরই সুযোগ পেলাম না, তাঁকে আবার সংবর্ধনা দিবো কী?'

ব্যবসায়ী ফরিদ মিয়া বললেন, 'জাতীয় পার্টির কিছু কর্মী এসে দোকান বন্ধ করে অনুষ্ঠানে যেতে বলছে। আমি দোকান বন্ধ রাখছি, তবে অনুষ্ঠানে যাইনি।'

মইন উদ্দিন নামের একজন বললেন, 'তিনি (সংসদ সদস্য) এলাকার জনপ্রিয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন, এটি ঠিক আছে। তবে বিগত ইউপি নির্বাচনে তিনি নিজের ভাইয়ের কাছেই হেরেছিলেন। তার পর থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইউপি নির্বাচন করবেন না। সেই তিনি বিনা ভোটে সংসদ সদস্য হয়ে এলাকায় ফিরলেন। আমাদের আরো কত কিছু যে দেখতে হবে।'

নারুলী উত্তরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হলেন সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম ওমর। তাঁর এ আগমন উপলক্ষে গতকাল ওই বিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস হয়নি। তবে ক্লাস না হলেও ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় মাঠেই ছিল। একই ব্যবস্থা ছিল নারুলী উত্তরণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নারুলী উত্তরণ কিন্ডারগার্টেন স্কুলেরও।

নারুলী উত্তরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলতাফ হোসেন বলেন, 'ওমর সাহেব আমাদের গর্ব। আমরা খুশিতে ফুল ছুটি দিয়েছি। এলাকার লোকজনও আমাদের কাছে এই দাবি জানিয়েছিল।'

তবে ওই বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর এক ছাত্র বলে, 'সকাল ৮টায় স্কুলে আছি। ড্রেস পড়া। স্যার কোনো ফুল ছিটান লাগবি। পরে ক্যামা কচ্ছে ফুল ছিটান লাগবি না। তোরা খালি ক্লাসত বস্যা থাক।'

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র মনির বলে, 'স্যার কচে সাংবাদিককেরে সাতে কতা কবু না। কলে উল্টাপাল্টা লিকপি। তোরা কবু হামরা এমনি স্কুলত আছি। হামাকেরে সপ ক্লাসই হচে। কুন সমস্যা নাই।'

এদিকে সকাল সাড়ে ১১টায় সংসদ সদস্য ওমর ঢাকা থেকে নিজস্ব প্রাইভেট কারে করে বগুড়ার বনানী মোড়ে পৌঁছলে মোটরসাইকেলের বিশাল শোভাযাত্রা নিয়ে তাঁকে সাবগ্রাম এলাকায় সংবর্ধনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুর ১২টায় সাতমাথা অতিক্রম করার সময় শহরে দেখা দেয় বিশাল যানজট।

কর্তব্যরত এক ট্রাফিক পুলিশ সদস্য জানান, দুপুরের এ যানজটের প্রভাব ছিল সারা দিন। একই অবস্থা সাবগ্রামে চেলোপাড়া-পাবতলী সড়কেও। সেখানেও দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে থাকে সাধারণ যাত্রীরা। পরে সংবর্ধনাস্থলে জাতীয় পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও তাঁর আত্মীয়স্বজন ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় নুরুল ইসলাম ওমরকে।

শোভাযাত্রা বিষয়ে বগুড়া জেলা জাতীয় পার্টির দপ্তর সম্পাদক আবুস সালাম বাবুল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শোভাযাত্রায় তিন শ নয়, দেড় থেকে দুই শ মোটরসাইকেল ছিল।' তিনি দাবি করেন, এলাকার লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংবর্ধনায় যোগ দিয়েছে। কাউকে জোর করে আনা হয়নি।